আজকের কাগজ

তারিখ 13 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫৫টি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি কেউ শাস্তিও ভোগ করেনি

প্রোব বার্তা সংস্থা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত পাঁচ বছরে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্যে গঠিত তদন্ত কমিটিগুলোর একটিও এ পর্যন্ত কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। বিভিন্ন মহল থেকে এ রিপোর্ট প্রকাশের দাবি উঠলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা অগ্রাহ্য করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন গবেষণা ছাত্র কেন্দ্র ল' রিভিউ সম্প্রতি এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

ল' রিভিউ জানায়, গত ২৫ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষে এবং সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ৫৬টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। সূত্র জানায়, প্রায় প্রতিটি সংঘর্ষের পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নেতৃত্বে একটি করে তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও একমাত্র শফিউল আলম প্রধানের নেতৃত্বে সেভেন মার্ডার ব্যতীত বাকি ৫৫টি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি এবং কেউ শাস্তিও ভোগ করেনি। অবশ্য জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে শফিউল আলম প্রধানকে ছেড়ে দেন।

১৯৯৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র সংঘর্ষে মোট নিহতের সংখ্যা ১৩। এরমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ জন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ জন এবং বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ জন নিহত হয়েছে। ল' রিভিউ অনুসন্ধানে দেখেছে '৯৫-এর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত ১৩টি হত্যাকাণ্ড মামলার প্রতিটি এখনো তদন্ত পর্যায়ে রয়েছে। কয়েকটি মামলার তদন্তের ভার গোয়েন্দা সংস্থার হাতে ন্যস্ত হলেও তদন্তে কোনো অগ্রগতি নেই, কয়েকটি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আটক করা হলেও পরবর্তীতে আদালতের মাধ্যমে অথবা উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের মতো অজামিনযোগ্য অপরাধেও নিম্ন আদালত জামিন দিয়েছে। সন্ত্রাসের শীর্ষে অবস্থান করেছে ইসলামী ছাত্র শিবির। '৯৫ সালে তারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারের জন্যে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায়। ব্যাপকভাবে শিবিরকর্মিরা অস্ত্রসহ ধরা পড়লেও কঠোর আইন প্রয়োগ না করে ৫৪ ধারায় আটক করে পরে আদালতের মাধ্যমে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে।